যুগান্তর

1 1 2013
7 2

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

অবৈধ সিন্ডিকেট সভা ডাকার দায়ে ভিসির ক্ষমা প্রার্থনা

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৯ অক্টোবরের সিন্ডিকেট সভাকে অবৈধ ঘোষণা করে তা বাতিল করা হয়েছে। একই সঙ্গে ওই সিন্ডিকেটের জন্য ভিসি অধ্যাপক মো. আনোয়ার হোসেন সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। রোববার সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে সিনেট হলে জরুরি এক সিন্ডিকেট সভায় গত ৯ অক্টোবর অনুষ্ঠিত জরুরি সিন্ডিকেট সভাকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। এদিকে আচার্যের আদেশ বাস্তবায়নে টালবাহানা চলছে বলে অভিযোগ করেছেন আন্দোলনকারী শিক্ষকরা।

জানা যায়, গত ৯ অক্টোবর ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত সিন্ডিকেট সদস্যদের না জানিয়ে তার অনুগত মনোনীত সিন্ডিকেট সদস্যদের নিয়ে প্রো-ভিসি অধ্যাপক আফসার আহমদের বাসায় এক গোপন সিন্ডিকেট সভা করেন। রোববারের সিন্ডিকেট সভায় নির্বাচিত সিন্ডিকেট সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে ওই সিন্ডিকেট বাতিল ও অবৈধ ঘোষণা করা হয়। এ ঘটনায় ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এদিকে সিন্ডিকেট সভায় ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন ভিসি প্যানেল নির্বাচনের কথা উল্লেখ না করে দ্রুত সিনেট হল ত্যাগ করেন বলে অভিযোগ করেন নির্বাচিত সিন্ডিকেট সদস্যরা। তারা আরও অভিযোগ করেন, ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন আচার্যের নির্দেশ না মেনে নানা ধরনের টালবাহানা করছেন। তারা বলেন, আচার্যের নির্দেশ মানার জন্য ভিসিকে বাধ্য করা হবে। শিক্ষক ফোরামের আহ্বায়ক ও সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক হানিফ আলী বলেন, ভিসি প্যানেল নির্বাচনের বিষয় নিয়ে ভিসির সঙ্গে শিক্ষকরা দেখা করলে তিনি তাদের কোনো কিছু না জানিয়ে স্থান ত্যাগ করেন। এ বিষয়ে ভিসি সাংবাদিকদের বলেন, আচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিস্তারিত সিদ্ধান্ত পরে জানাব।

অন্যদিকে দেশব্যাপী ১৮ দলীয় জোটের ডাকা হরতালের বিরুদ্ধে রোববার দুপুর ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন চত্বর থেকে জাবি ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদুর রহমান জনি ও সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহমেদ রাসেলের নেতৃত্বে হরতালবিরোধী বিক্ষোভ মিছিল করে। প্রায় দেড় শতাধিক নেতাকর্মীসহ মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে এসে শেষ হয়। হরতাল থাকলেও দীর্ঘদিনের আন্দোলন শেষে শিক্ষকরা ক্লাসে ফেরায় অধিকাংশ বিভাগে ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।